1.3 মনোবিদ্যার বিভিন্ন শাখা (Different Branches of Psychology)

মনোবিদ্যা হল একটি নবীনতম বিষয়। আধুনিক সমাজব্যবস্থায় ও শিক্ষাক্ষেত্রে এর আলোচ্য বিষয়গুলির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই বিষয়গুলি বিবেচনা করে বর্তমানে মনোবিদ্যার বিভিন্ন শাখার উদ্ভব হয়েছে। মনোবিদ্যার বিভিন্ন শাখাগুলিকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। তা ছকসহ আলোচনা করা হল—

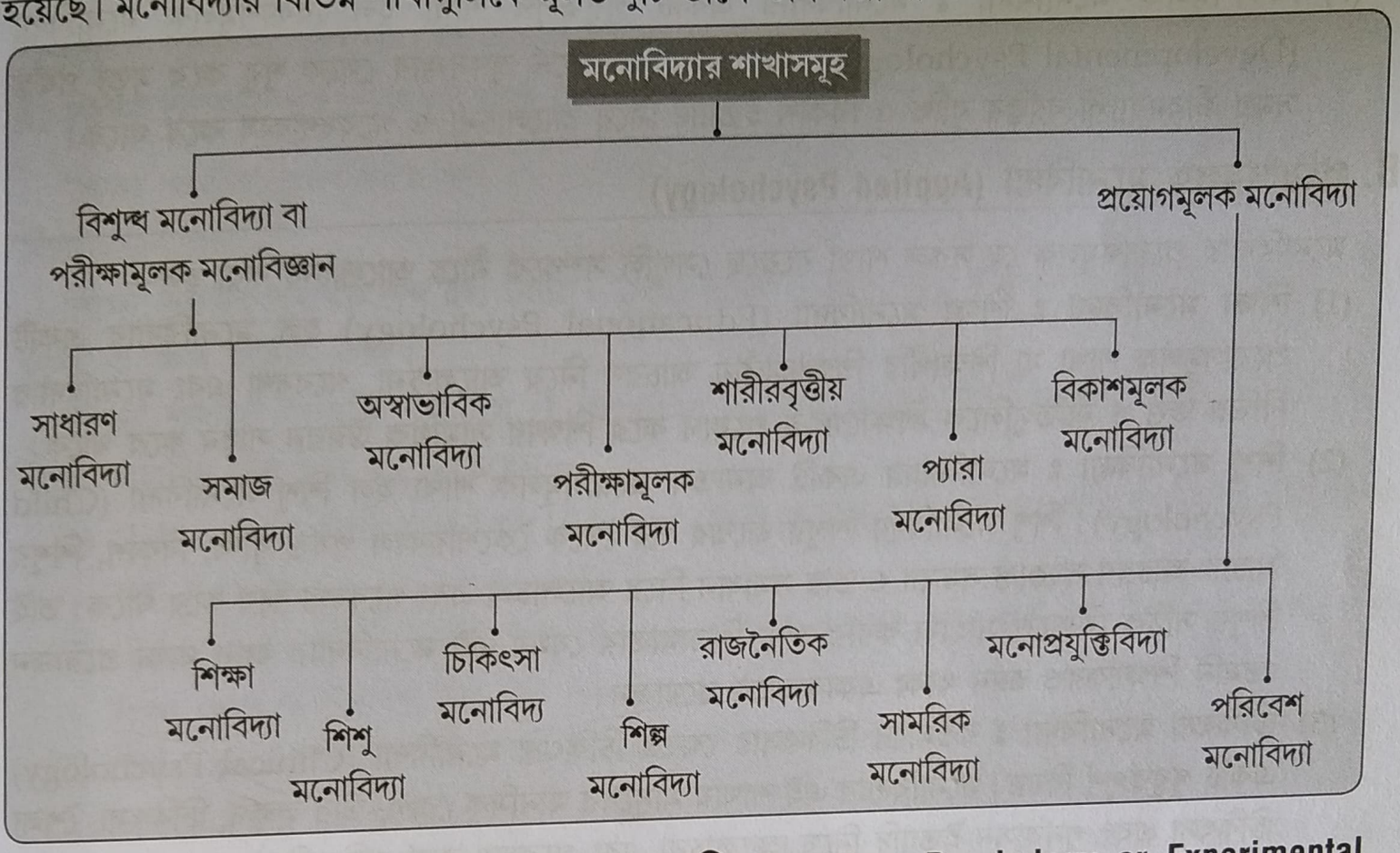

A. বিশুদ্ধ মনোবিদ্যা বা পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান (Pure Psychology or Experimental Psychalogy)

মনোবিদগণ মনোবিদ্যাকে প্রধান দুটি শাখায় ভাগ করেছেন। তার মধ্যে অন্যতম হল বিশুদ্ধ মনোবিদ্যা (Pure Psychology)। বিশুদ্ধ মনোবিদ্যার শাখার অন্তর্ভুক্ত মনোবিদ্যার দিকগুলি বা শাখাগুলি হল—

(1) **সাধারণ মনোবিদ্যা ঃ** সাধারণ মনোবিদ্যা (General Psychology) হল মানুষের আচরণ অনুশীলনকারী বিজ্ঞান। এখানে আচরণ বলতে ব্যক্তির সকল ক্রিয়াকলাপকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, ব্যক্তির দৈহিক এবং মানসিক উভয়প্রকার ক্রিয়াকলাপ আচরণের অন্তর্ভুক্ত। তাই সাধারণ মনোবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয় হল ব্যক্তির দেহ ও মন নিয়ে যে সম্পূর্ণ মানুষ তাকে ভালো করে জানা।

(2) **সমাজ মনোবিদ্যা ঃ** সমাজ মনোবিদ্যা (Social Psychology) মানুষের সমস্ত রকম সামাজিক আচার-আচরণ নিয়ে আলোচনা করে। এই শাখার মধ্যে দলগত আচরণ, তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, আগ্রহ, মনোভাব, নেতৃত্ব, সামাজিককীকরণ, জনমত গঠন ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত।

(3) **অস্বাভাবিক মনোবিদ্যা ঃ** অস্বাভাবিক মনোবিদ্যা (Abnormal Psychology) মানুষের আচার-আচরণ বা কার্যকলাপের অস্বাভাবিকতা নিয়ে আলোচনা করে। এখানে ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনের মানসিক রোগ, রোগের কারণ, লক্ষণ, প্রতিকার, ধরন ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা হয়ে থাকে। মনোবিদ্যার এই শাখা সম্পর্কে প্রতিটি ব্যক্তির জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

(4) **পরীক্ষামূলক মনোবিদ্যা ঃ** মনোবিদ্যার একটি বিজ্ঞানভিত্তিক শাখা হল পরীক্ষামূলক মনোবিদ্যা (Experimental Psychology)। এই শাখায় বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করে পরীক্ষাগারে ব্যক্তির মানসিক প্রক্রিয়া এবং আচরণ সম্পর্কে গবেষণাকার্য পরিচালিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ, মানসিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিকগুলির প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা হয়ে থাকে।

(5) **শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যা ঃ** মনোবিদ্যার এই শাখায় শরীরের সঙ্গে মনের যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। শরীরের সঙ্গে তাই মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কযুক্ত। যেমন—দেহের আকৃতি, মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্র, গ্রন্থি এবং সকল ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ এই মনোবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত।

(6) **প্যারা মনোবিদ্যা ঃ** প্যারা মনোবিদ্যা (Para Psychology) হল মনোবিদ্যার এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা যেখানে পুনর্জন্ম, টেলিপ্যাথি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা কার্য হয়ে থাকে।

(7) **বিকাশমূলক মনোবিদ্যা ঃ** মনোবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল বিকাশমূলক মনোবিদ্যা (Developmental Psychology)। এই শাখায় মাতৃগর্ভে ভ্রূণসঞ্চার থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত সমগ্র জীবনব্যাপী ব্যক্তির বৃদ্ধি ও বিকাশ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা ও গবেষণাকার্য করে থাকে।

B. প্রয়োগমূলক মনোবিদ্যা (Applied Psychology)

মনোবিদ্যার প্রয়োগমূলক যে সকল শাখা রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হল—

(1) **শিক্ষা মনোবিদ্যা ঃ** শিক্ষা মনোবিদ্যা (Educational Psychology) হল মনোবিদ্যার একটি প্রয়োগমূলক শাখা যা শিক্ষার্থীর শিক্ষাকালীন আচরণ নিয়ে আলোচনা, গবেষণা এবং মনোবিদ্যার বিভিন্ন তত্ত্ব ও নীতিগুলিকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করে শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন করে থাকে।

(2) **শিশু মনোবিদ্যা ঃ** মনোবিদ্যার একটি অন্যতম প্রয়োগমূলক শাখা হল শিশু মনোবিদ্যা (Child Psychology)। শিশু মনোবিদ্যা শিশুর জন্মের পর থেকে কৈশোরকাল পর্যন্ত বৃদ্ধি, বিকাশ, শিশুর আচার-আচরণ সংক্রান্ত সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে আলোচনা এবং গবেষণা কার্য করে থাকে। তাই শিশুর সঠিক বিকাশে সাহায্য করার জন্য পিতামাতার যেমন এই মনোবিদ্যার জ্ঞান থাকা প্রয়োজন তেমনি শিক্ষকেরও জ্ঞান থাকা একান্তভাবে প্রয়োজন।

(3) **চিকিৎসা মনোবিদ্যা ঃ** বর্তমানে চিকিৎসার ক্ষেত্রে চিকিৎসা মনোবিদ্যা (Clinical Psychology) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মনোবিদ্যার এই শাখায় মানুষের মানসিক রোগ, তার লক্ষণ, চিকিৎসা, শৈল্য চিকিৎসা এবং পুর্নবাসন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা এবং গবেষণা কার্য পরিচালিত হয়ে থাকে।

(4) **শিল্প মনোবিদ্যা ঃ** শিল্প মনোবিদ্যা (Industrial Psychology) হল প্রয়োগমূলক মনোবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এই শাখায় শিল্পক্ষেত্রের বিভিন্ন বিষয়, যেমন—দক্ষ কর্মী নিয়োগের সঠিক নির্বাচন পদ্ধতি নির্ধারণ, কর্মে প্রেষণা ও আগ্রহ সৃষ্টি, কর্মের পরিবেশ, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়ে থাকে। তাই বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে শিল্প মনোবিদ্যা একটি প্রয়োজনীয় বিষয়।

(5) **রাজনৈতিক মনোবিদ্যা ঃ** রাজনৈতিক মনোবিদ্যার (Political Psychology) আলোচ্য বিষয়গুলি হল নেতৃত্ব দান, সংগঠন, দায়িত্ববোধ, সংগঠন পরিচালনার দক্ষতা ইত্যাদি। বর্তমানে মনোবিদ্যার এই শাখাটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

(6) **মনোপ্রযুক্তিবিদ্যা ঃ** আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে মানুষের প্রতিটি ক্রিয়াকর্মে মনোপ্রযুক্তির (Psychotechnology) প্রয়োগ দেখা যায় কারণ শিক্ষা থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই কোন্ কাজের ক্ষেত্রে কোন্ ধরনের প্রযুক্তির প্রয়োজন তা জানতে সাহায্য করে মনোপ্রযুক্তিবিদ্যা।

(7) **সামরিক মনোবিদ্যা ঃ** মনোবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগমূলক শাখা হল সামরিক মনোবিদ্যা (Military Psychology)। এই শাখার প্রধান আলোচ্য বিষয় হল দেশকে রক্ষার জন্য সৈনিকদের মধ্যে দেশাত্মবোধের মানসিকতা তৈরি এবং শত্রুপক্ষকে দমন করার প্রেষণা এবং মানসিকতা তৈরি ইত্যাদি।

A. শিক্ষার তাত্ত্বিক দিকের ওপর মনোবিদ্যার প্রভাব (Influence of Pychology on the Theoritical Aspects of Education)

শিক্ষার তাত্ত্বিক দিকের ওপর মনোবিদ্যার প্রভাব (Influence of psychology on the theoritical aspects of education) লক্ষ করা যায়, তা হল—

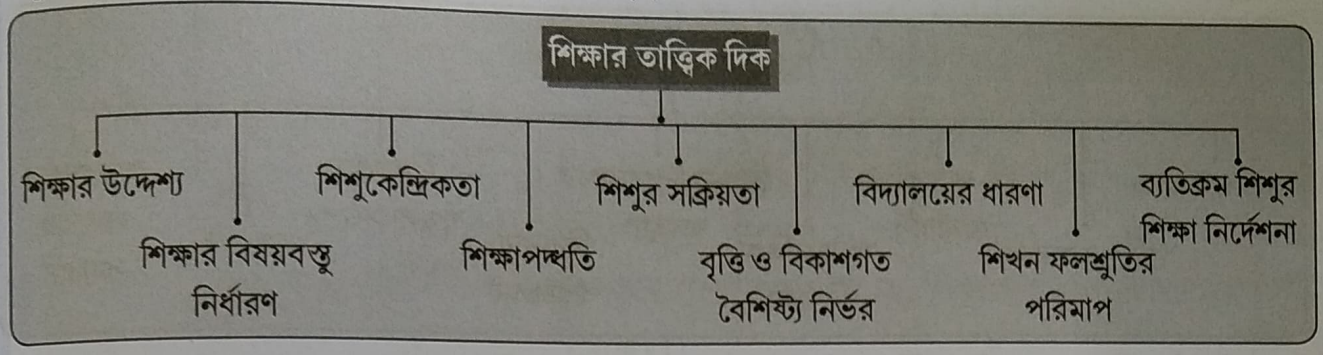

(1) **শিক্ষার উদ্দেশ্য ঃ** আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির মনের পরিপূর্ণ বিকাশসাধন। মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির আচরণ অনুশীলন করা। ব্যক্তির চাহিদা, সামর্থ্য, চাহিদা, প্রবণতা ইত্যাদি অনুযায়ী শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণে সাহায্য করা।

(2) **শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারণ ঃ** শিক্ষার উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়ে থাকে। শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারণে মনোবিদ্যা বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

(3) **শিশুকেন্দ্রিকতা ঃ** আধুনিক শিক্ষার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল শিশুকেন্দ্রিকতা। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার অর্থ হল মনোবিদ্যা নির্ভর শিক্ষা। শিশুর মানসিক দিকগুলি বিচারবিশ্লেষণ করে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে সাহায্য করে মনোবিদ্যা।

(4) **শিক্ষা পদ্ধতি ঃ** শিশুর শিক্ষা পদ্ধতি নির্ধারণে মনোবিদ্যার জ্ঞানের প্রয়োজন। শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সফল করতে হলে শিক্ষা পদ্ধতিকে আকর্ষণীয়, বৈচিত্র্যপূর্ণ ও আগ্রহভিত্তিক করে তুলতে হবে, মনোবিদ্যা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে।

(5) **শিশুর সক্রিয়তা ঃ** শিশুর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল শিশুর সক্রিয়তা। শিশুর আত্মসক্রিয়তাই শিক্ষার একটি কার্যকরী পদ্ধতি। বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভ করবে, এর জন্য শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা একান্ত প্রয়োজন। এই সক্রিয়তা আনতে সাহায্য করে মনোবিদ্যা। তাই শিক্ষাবিজ্ঞানের সঙ্গে মনোবিদ্যার গভীর সম্পর্ক বর্তমান।

(6) **বৃদ্ধি ও বিকাশগত বৈশিষ্ট্য নির্ভর ঃ** বৃদ্ধি ও বিকাশ শিশুর শিখনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বৃদ্ধি ও বিকাশগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে মনোবিদ্যা বিশেষভাবে সাহায্য করে। অর্থাৎ, সঠিক শিক্ষাদান করতে মনোবিদ্যা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে।

(7) **বিদ্যালয়ের ধারণা ঃ** শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় বিদ্যালয়কে সমাজের প্রতিচ্ছবি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। মনোবিদগণ বিশ্বাস করেন যে, আদর্শ সমাজ পরিবেশেই সার্থক শিক্ষাদান সম্ভব। আদর্শ সমাজ পরিবেশ রচনায় সমাজবিদ্যা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমন মনোবিদ্যাও বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

(8) **শিখন ফলশ্রুতির পরিমাপ ঃ** শিক্ষার্থীর শিখনের ফলশ্রুতি পরিমাপ করতে শিক্ষাকে মনোবিদ্যা সাহায্য করে। শিখন ফলশ্রুতি পরিমাপের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে কোন্ দিকে যাবে তা নির্ধারণ করে মনোবিদ্যা।

(9) **ব্যতিক্রমী শিশুর শিক্ষা নির্দেশনা ঃ** মনোবিদ্যা ব্যতিক্রমী শিশুদের শিক্ষা ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়ে তাদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। তাই শিক্ষাবিজ্ঞানের সঙ্গে মনোবিদ্যার গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

B. শিক্ষার ব্যাবহারিক দিকের ওপর মনোবিদ্যার প্রভাব (Influence of Psychology on the Practical Aspects of Education)

শিক্ষার তাত্ত্বিক দিকের পাশাপাশি তার ব্যাবহারিক দিকও মনোবিদ্যা বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। তা হল—

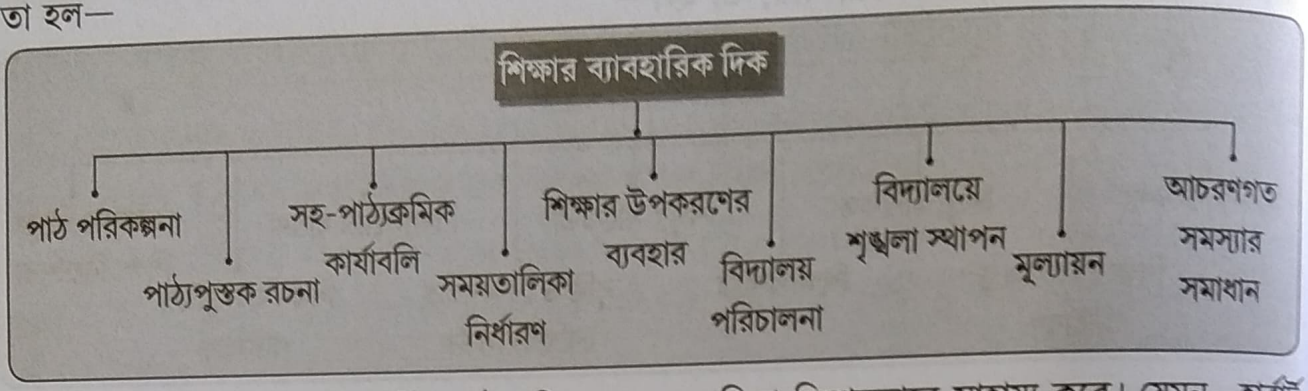

(1) **পাঠ পরিকল্পনা ঃ** শিক্ষার্থীর পাঠ পরিকল্পনায় মনোবিদ্যা বিশেষভাবে সাহায্য করে। যেমন—হার্বার্ট স্পেনসার পাঠ পরিকল্পনার জন্য যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন, আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে তার প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। তাঁর মন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার নীতি অনুসরণ করে শিক্ষালাভ করে থাকে।

(2) **পাঠ্যপুস্তক রচনা ঃ** শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশকে গুরুত্ব দিয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং নির্বাচন করা হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

(3) **সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি ঃ** শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রমিক শিক্ষাদানের পাশাপাশি সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির শিক্ষাদান করা হয়। সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি হল বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং আনন্দদায়ক, যা শিক্ষার্থীর একঘেয়েমি দূর করে, শিক্ষায় আগ্রহ বৃদ্ধি করে। এই ক্ষেত্রে মনোবিদ্যা সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি নির্বাচনে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

(4) **সময়তালিকা নির্ধারণ ঃ** বিদ্যালয়ের সময়তালিকা নির্ধারণে কোন্ কোন্ নীতি অনুসরণ করা উচিত সেই বিষয়ে মনোবিদ্যা শিক্ষাবিজ্ঞানকে সাহায্য করে। তাই এই দিক বিচারে শিক্ষাবিজ্ঞানের সঙ্গে মনোবিদ্যা গভীর সম্পর্কযুক্ত।

(5) **শিক্ষার উপকরণের ব্যবহার ঃ** শিক্ষার্থীর শিখনকে বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় করে তুলতে সাহায্য করে শিক্ষার উপকরণ। এই শিক্ষার উপকরণগুলির সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞানদান করে মনোবিদ্যা।

(6) **বিদ্যালয় পরিচালনা ঃ** বিদ্যালয় প্রশাসন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে মনোবিদ্যা এক নতুন দিকের সন্ধান দিয়েছে। বিদ্যালয়কে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানের কী কী গুণাবলি থাকা উচিত, বার্ষিক পরিকল্পনা কেমন হবে ইত্যাদি বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানদান করে মনোবিদ্যা। তাই শিক্ষার সঙ্গে মনোবিদ্যার সম্পর্ক বর্তমান।

(7) **বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা স্থাপন ঃ** শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে শিক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা করলে তাদের মুক্ত শৃঙ্খলার বিকাশ ঘটবে, যা শিক্ষার্থীকে শৃঙ্খলিত করে তুলবে, তেমনি বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। এ ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার জ্ঞান থাকা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

(8) **মূল্যায়ন ঃ** আধুনিককালে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা মূল্যায়ন করার জন্য মনোবিদ্যার বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করা হয়। যেমন—শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, মনোভাব ইত্যাদি গুণাবলি পরিমাপের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক বিভিন্ন অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষাকে অনেক বেশি উন্নততর করে তোলা সম্ভব হয়েছে।

(9) **আচরণগত সমস্যার সমাধান ঃ** বিদ্যালয়ে অনেক সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আচরণগত সমস্যা দেখা যায়। যা শিখনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করে। এই সকল সমস্যাসমাধানের জন্য মনোবিদ্যার জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই কারণে শিক্ষাবিজ্ঞান ও মনোবিদ্যার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলতে পারি যে, মনোবিদ্যা ও শিক্ষার সম্পর্ক শিশুর শিখনকে যেমন সহজ-সরল, বৈচিত্র্যপূর্ণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর করে তুলেছে তেমনি শিক্ষণ ব্যবস্থাকে আরও উন্নতি করেছে, যার প্রভাব আমরা আধুনিক শিক্ষা মনোবিদ্যায় দেখতে পাই। তাই শিক্ষাবিদ **হার্বার্ট স্পেনসার** (Herbert Spencer) বলেছেন, "The base of educational should be psychological."

1.6 শিক্ষা মনোবিদ্যা (Educational Psychology)

শিক্ষা মনোবিদ্যা হল মনোবিদ্যার একটি প্রয়োগমূলক শাখা (Applied Psychology)। যা শিশুর শিক্ষাকালীন আচরণ নিয়ে অনুশীলন করে এবং মনোবিদ্যার বিভিন্ন তত্ত্ব ও নীতিগুলিকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। এ ছাড়াও শিক্ষাবিজ্ঞানের বিষয়গুলিকে নিয়ে গবেষণা ও পরীক্ষানিরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাকে আরও উন্নততর করে তুলতে সাহায্য করে। তাই বলা যায় যে, শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিদ্যার প্রয়োগই হল শিক্ষা মনোবিদ্যা (Educational Psychology)।

A. শিক্ষা মনোবিদ্যার সংজ্ঞা (Definition of Educational Phychology)

মনোবিদগণ মনোবিদ্যার যে সকল সংজ্ঞা (Definitions) দিয়েছেন তার মধ্যে কয়েকটা নীচে উল্লেখ করা হল—

(1) মনোবিদ **পিল** (Peel) বলেছেন, "Educational psychology is the science of education." অর্থাৎ, শিক্ষা মনোবিদ্যা হল শিক্ষার বিজ্ঞান।

(2) মনোবিদ **ক্রো এবং ক্রো** (Crow and Crow) বলেছেন, "Educational Psychology describes and explains the learning experiences of an individual from birth through old age." অর্থাৎ, শিক্ষা মনোবিদ্যা ব্যক্তির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শিখন অভিজ্ঞতার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে।

(3) মনোবিদ **স্কিনার** (Skinner) বলেছেন, "Educational Psychology is that branch of psychology which deals with teaching and learning and also covers the entire range and behavior of the personality as related to education."

(4) মনোবিদ **কোলেসনিক** (W. B. Kolesnik) বলেছেন, "Educational psychology is the study of those facts and principles of psychology which help to explain and improve the process of education." অর্থাৎ, শিক্ষা মনোবিদ্যা হল শিক্ষা প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা ও উন্নত করতে মনোবিদ্যার যেসব তত্ত্ব ও নীতি সহায়ক তার অনুশীলন।

সুতরাং, ওপরের আলোচনা থেকে শিক্ষা মনোবিদ্যার যে সংজ্ঞা আমরা পাই তা হল—শিক্ষা মনোবিদ্যা হল প্রয়োগমূলক মনোবিদ্যার সেই শাখা, যা মানুষের শিক্ষাকালীন আচরণকে অনুশীলন করার বিদ্যা।

B. শিক্ষা মনোবিদ্যার প্রকৃতি (Nature of Educational Psychology)

আধুনিককালে শিক্ষা মনোবিদ্যা একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। শিক্ষা মনোবিদ্যার প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হল—

(1) **প্রয়োগমূলক শাখা** ঃ মনোবিদ্যার একটি প্রয়োগমূলক শাখা হল শিক্ষা মনোবিদ্যা। মনোবিদ্যার বিভিন্ন তত্ত্ব ও নীতিগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করে শ্রেণিকক্ষের শিক্ষণ ও শিখন প্রক্রিয়াকে আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ ও উন্নত করে তোলা।

(2) **নৈর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণ** ঃ শিক্ষা মনোবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃতি হল নৈর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণ। নৈর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণের দ্বারা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকালীন আচরণ অনুশীলন করা হয়।

(3) **পৃথক বিজ্ঞান ঃ** আধুনিক শিক্ষা মনোবিদ্যা নিজস্ব অনুশীলন পদ্ধতির দ্বারা বিশেষ সত্যের অনুসন্ধান করে এবং স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে শিখনের প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করা, শিখন সঞ্চালনের সমস্যাকে বিশ্লেষণ করা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রকৃতি নির্ণয় করা ইত্যাদি কাজ মনোবিদ্যা এককভাবে করে থাকে।

(4) **বিভিন্ন পদ্ধতির সমন্বয় ঃ** শিক্ষা মনোবিদ্যায় বিভিন্ন পদ্ধতির সমন্বয় ঘটে, যেমন—পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এ ছাড়া জেনেটিক পদ্ধতি, কেস স্টাডি, মুক্ত অনুষঙ্গ, তুলনামূলক পদ্ধতি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

(5) **নিজস্ব পরীক্ষা পদ্ধতি বা গবেষণামূলক পদ্ধতি ঃ** বর্তমানে শিক্ষা মনোবিদ্যার নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের আচার-আচরণ, শিখনের প্রকৃতি, নতুন নতুন শিখন পদ্ধতি উদ্ভাবন, শিখন সঞ্চালন, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রকৃতি ইত্যাদি নিয়ে কাজ করে থাকে।

(6) **সমাজ উন্নয়নমূলক ঃ** শিক্ষা মনোবিদ্যা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকালীন আচরণ অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে, যা মানব কল্যাণের দিককে প্রকাশ করে।

(7) **নতুন নতুন শিক্ষাকৌশল আবিষ্কার ঃ** শিক্ষা মনোবিদ্যা বর্তমানে নতুন নতুন শিক্ষা কৌশল আবিষ্কার করার জন্য নানান ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা ও গবেষণা করে চলেছে। যার ফল হিসেবে নানান শিখন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং শিশুর শিখনে বিশেষভাবে ব্যবহার হচ্ছে।

(8) **অন্যান্য দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ ঃ** শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষাকালীন বিভিন্ন ধরনের অপসংগতিমূলক আচরণ দেখা যায়। শিক্ষা মনোবিদ্যা সেগুলির কারণ অনুসন্ধান করে তার প্রতিকারের উপযুক্ত নির্দেশনা ও পরামর্শদানের ব্যবস্থা করে থাকে। এ ছাড়া ব্যতিক্রমী শিশুদের শিক্ষা নিয়েও নানান ধরনের পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ করে থাকে।

সুতরাং, একটা পরিপূর্ণ বিজ্ঞান বা জ্ঞানের ক্ষেত্র হিসেবে আধুনিক মনোবিদ্যা তার নিজস্ব পদ্ধতি ও কৌশলে শিক্ষার্থীদের আচরণ অনুশীলন করছে এবং তার গবেষণালব্ধ ফলাফলকে সামগ্রিকভাবে শিক্ষাপ্রক্রিয়ার উন্নতির জন্য এবং সর্বোপরি মানব কল্যাণের কাজে প্রয়োগ করে চলেছে।

C. শিক্ষা মনোবিদ্যার লক্ষ্য (Aim of Educational Psychology)

শিক্ষা মনোবিদ্যা ব্যক্তির শিক্ষাকালীন আচরণ নিয়ে অনুশীলন করে। মনোবিদ্যার মৌলিক তত্ত্বগুলিকে শ্রেণি শিক্ষণ-শিখনে প্রয়োগ ঘটিয়ে শিক্ষাকে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও শিক্ষার্থীর উপযোগী করে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। মনোবিদ **বি. এফ. স্কিনার** (B. F. Skinner) শিক্ষা মনোবিদ্যার বিভিন্ন দিকগুলি বিচারবিশ্লেষণ করে যে সকল লক্ষ্যের কথা বলেছেন তা নীচে আলোচনা করা হল—

(1) শিক্ষা মনোবিদ্যা শিক্ষার্থীর শিক্ষামূলক আচরণ, মানসিক বিকাশধারা ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় মনোবিদ্যার নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে আচরণ ধারার পরিবর্তন করা একটি অন্যতম লক্ষ্য।

(2) শিক্ষাদর্শনের নির্ধারিত লক্ষ্যকে বাস্তব রূপদানে শিক্ষা মনোবিদ্যা সাহায্য করে।

(3) শিক্ষা মনোবিদ্যার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের আচরণকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে অনুশীলন করা।

(4) শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভূত যে-কোনো সমস্যাসমাধানের জন্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করা।

(5) সমাজজীবনে সংগতিবিধানের জন্য শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে সহায়তা করা শিক্ষা মনোবিদ্যার লক্ষ্য।

(6) শিক্ষা মনোবিদ্যা শিক্ষককে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার সঠিক মূল্যায়নে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

(7) শিক্ষা মনোবিদ্যা শিক্ষার্থীর শিখনের জন্য নতুন নতুন শিক্ষণ কৌশল নির্বাচন, শিক্ষা পরিকল্পনা

তৈরি, সময়তালিকা প্রস্তুতি, বিভিন্ন নির্দেশনামূলক কর্মসূচি গ্রহণ ইত্যাদি কাজগুলি করতে শিক্ষক ও অন্যান্য ব্যক্তিদের সাহায্য করা।

(৪) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষককে তাঁর শিক্ষা কার্যে সহায়তা করা শিক্ষা মনোবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলতে পারি যে, শিক্ষা মনোবিদ্যার লক্ষ্যগুলিকে ভিত্তি করে এই বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়। মানবসভ্যতার দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষা মনোবিদ্যা বিভিন্ন ধরনের গবেষণা কার্য চালিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষা পরীক্ষাগার, প্রোগ্রাম শিখন, শিক্ষণ মডেল, শিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহার প্রভৃতির উদ্ভব ঘটেছে, যা আধুনিক শিক্ষাকে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও গতিশীল করে তুলেছে।

1.8 শিক্ষা মনোবিদ্যার পরিধি (Scope of Educational Psychology)

মনোবিদ্যার প্রয়োগমূলক শাখা হল শিক্ষা মনোবিদ্যা। শিক্ষা মনোবিদ্যার পরিধি বলতে এই বিজ্ঞানের আলোচিত বিষয়বস্তুর বিস্তৃতিকে বোঝানো হয়। শিক্ষা মনোবিদ্যা বিদ্যালয়ের শিক্ষণ ও শিখন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে যেমন আলোচনা করে, তেমনি তার উন্নয়নের জন্যও পরীক্ষানিরীক্ষা করে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধনে তার অগ্রগতির দিকটি ধারাবাহিকভাবে শিক্ষা সংক্রান্ত সব রকম আচরণই পর্যালোচনা করে। এ ব্যাপারে শিক্ষককেও শিক্ষা মনোবিদ্যা সাহায্য করে। শিক্ষা মনোবিদ্যার পরিধি সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হল—

(1) **মানসিক উপাদান ঃ** শিক্ষা মনোবিদ্যা শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রবণতা, চিন্তন ক্ষমতা, স্মৃতি, প্রেষণা, প্রক্ষোভ, প্রবৃত্তি, সেন্টিমেন্ট ইত্যাদি প্রাথমিক উপাদানগুলি নিয়ে আলোচনা করে। যা শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই এই বিষয়টি শিক্ষা মনোবিদ্যার কর্মপরিধির অন্তর্ভুক্ত।

(2) **জীবনবিকাশের ধারা ঃ** শিক্ষা মনোবিদ্যা শিশুর জীবনবিকাশের ধারা অর্থাৎ শৈশব, বাল্য, কৈশোর, প্রাপ্তবয়স্ক স্তরের দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকে।

(3) **বংশধারা ও পরিবেশ ঃ** শিশুর বিকাশের দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান হল বংশগতি ও পরিবেশ। শিক্ষা মনোবিদ্যা শিশুর বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব শিশুর শিখনে কতটা তা নিয়ে আলোচনা করে থাকে।

(4) **ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ঃ** সমাজে প্রতিটি শিশুর মানসিক দিক থেকে শারীরিক, প্রাক্ষোভিক, নৈতিক, সমাজিক ইত্যাদি নানান দিক দিয়ে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। একেই বলা হয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তি বৈষম্য। এই ব্যক্তি বৈষম্যের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়। তাই এই ব্যক্তি বৈষম্য নিয়ে আলোচনা শিক্ষা মনোবিদ্যার একটি আলোচ্য বিষয়।

(5) **শিখন প্রক্রিয়া ঃ** ব্যক্তিজীবন এগিয়ে চলে শিখনের দ্বারা। শিখন প্রক্রিয়ার প্রকৃতি এবং নীতি শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন বিষয় শিখতে সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, কীভাবে শিখনের পরিমাণকে বাড়ানো যায়, শিক্ষার্থী কোন্ পদ্ধতিতে শেখে ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শিক্ষা মনোবিদ্যা আলোচনা করে।

(6) **ব্যক্তিসত্তার বিকাশ** ঃ ব্যক্তিসত্তার বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিশুর শিক্ষার বিষয়বস্তু, পদ্ধতি ইত্যাদি নির্বাচন করা হয়। তাই এই দিক থেকে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ শিক্ষামনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

(7) **শিখন সঞ্চালন** ঃ এক পরিস্থিতি থেকে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে অন্য পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত করাকে শিখন সঞ্চালন বলে। শিখন সঞ্চালন কীভাবে হয়, কোন্ পরিস্থিতিতে কতখানি হয় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে শিক্ষা মনোবিদ্যা আলোচনা করে। তাই এই বিষয়টিও শিক্ষা মনোবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত।

(8) **মানসিক স্বাস্থ্য** ঃ শিক্ষণ ও শিখনের জন্য প্রয়োজন মানসিক স্বাস্থ্যের। মানসিক স্বাস্থ্য কী এবং তার লক্ষণগুলি কী, কীভাবে সুস্থ মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায়—এসব নিয়ে শিক্ষা মনোবিদ্যা আলোচনা করে। তাই এই বিষয়টিও শিক্ষা মনোবিদ্যার পরিধির অন্তর্ভুক্ত।

(9) **ব্যতিক্রমী শিশু** ঃ পৃথিবীতে সকল মানুষ একই রকম হয় না, কিছু মানুষ ব্যতিক্রমধর্মী। অর্থাৎ প্রতিভাবান, ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন, শিখনে অক্ষম ও মানসিক প্রতিবন্ধী। এই ধরনের শিশুদের শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম, শিক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদি নানান বিষয় নিয়ে শিক্ষা মনোবিদ্যায় আলোচনা করা হয়।

(10) **অপসংগতিমূলক আচরণ** ঃ শিক্ষার্থীদের মধ্যে যেসব চাহিদা থাকে তার যথাযোগ্য পরিতৃপ্তি না-হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে অপসংগতিমূলক আচরণ লক্ষ করা যায়। এই অপসংগতির কারণগুলি কী কী, কীভাবে এগুলি দূর করা যায়—ইত্যাদি বিষয় নিয়ে শিক্ষা মনোবিদ্যা আলোচনা করে থাকে।

(11) **শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা** ঃ শিক্ষা মনোবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হল শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা দান করা। শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা শিক্ষার্থীর সঠিক বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে।

(12) **পরিমাপ ও মূল্যায়ন** ঃ শিক্ষার্থীর শিক্ষণীয় বিষয় পরিমাপ ও মূল্যায়ন করা শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ। শিক্ষার্থীর পরিমাপ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে কতখানি অগ্রগতি ঘটেছে এবং কোথায় দুর্বলতা রয়েছে এবং তা কীভাবে সংশোধন করা যায় ইত্যাদি নানান বিষয় নিয়ে শিক্ষা মনোবিদ্যা আলোচনা করে।

(13) **পরিসংখ্যান বা রাশিবিজ্ঞান** ঃ শিক্ষাবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে গড়ে তুলতে এবং শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার তাৎপর্য নির্ণয় করতে রাশিবিজ্ঞান বিশেষভাবে সাহায্য করে। রাশিবিজ্ঞান শিক্ষামূলক গবেষণার ফলাফলকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে নির্ণয় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই এই বিষয়টি শিক্ষা মনোবিদ্যার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং, উপরোক্ত বিষয়গুলি শিক্ষা মনোবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু শিক্ষা একটি গতিশীল সামাজিক প্রক্রিয়া হওয়ায় শিক্ষা মনোবিদ্যার পরিধি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। তাই এটি কোনো সময়ই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়।